ইকুইটিবিডি সংবাদ সম্মেলন, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রত্যাশা

আগামী ২৩ সেপ্টেম্বের ২০১৪ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের উদ্যোগে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি বছর জলবায়ু বিষয়ক যে বৈশ্বিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, এই সম্মেলন তার থেকে অনেকটাই আলাদা এবং বিশেষ অর্থ বহন করে। কারণ জাতিসংঘ মহাসচিব বান-কি-মুন নিজ উদ্যোগে এই সম্মেলনের আয়োজন করেছেন এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে বিশেষ করে সকল দেশের রাষ্টপ্রধান, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, গবেষক ও উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ এবং সুশীল সমাজসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিকে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করছেন, এই সম্মেলন থেকেই বিশ্বের সরকার প্রধান ও বেসরকারী নেতৃবৃন্দ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাস্তবভিত্তিক কৌশল ও কর্মসূচির পাশাপাশি সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিসমুহ ঘোষণা করবেন এবং তার কার্যকর বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই আগামীতে পরিবশ এবং উন্নয়ন উভয় বিবেচনায় একটি নিরাপদ ও টেকসই বিশ্ব নিশ্চিত হবে।

আমরা জেনেছি, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহন করবেন বাংলাদেশের রাষ্টপ্রধান হিসাবে। ২০০৯ সালের (কপ-১৫) বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনেও তিনি অংশগ্রহন করেছিলেন এবং জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের সমস্যা এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবি তিনি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সামনে তুলে ধরেছিলেন। সেই উদাহরণ থেকে স্বভাবতই আমরা আশা করতে পারি, এবারও তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের সাপেক্ষে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ হবেন এবং বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবি বিশ্বনেতৃত্বের সামনে তুলে ধরবেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে কী বক্তব্য দিবেন তার খসড়া প্রস্তুত করার দায়িত্ব থাকে বিশেষ করে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের উপর। বিগত দিনে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সরকারী কর্মকর্তা, জলবায়ু গবেষক ও দেশের নাগরিক সমাজের মধ্যে প্রতক্ষ্য বা পরোক্ষ সমন্বয় সাধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে এবং যার ফলশ্রুতিতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে জনগণের চাহিদাই প্রতিফলিত হয়েছে এবং জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ দেশ হিসাবে এদেশের জনগণের চাহিদা ও ন্যায্য দাবি বিশ্বের সামনে উত্থাপতি হয়েছে।

কিন্তু আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি, এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসন্ন জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে যে বক্তব্য রাখতে যাচ্ছেন তার মূল বিষয়বস্তু কী এবং তাতে বাংলাদেশের জনগণের চাহিদার প্রতিফলন ঘটেছে কি না সে বিষয়ে আমরা কেউ তেমন অবগত নই। সরকারের এই নিরবতায় আমরা এক ধরনের সংশয়ের মধ্যে আছি। তবে আমরা বিশ্বাস করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা আছে এবং তিনি অতীতের মতই নাগরিক সমাজের মতামত ও জনগণের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দিবেন এবং বাংলাদেশের জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবি তুলে ধরতে ও ভবিষ্যতে তা আদায়ে সচেষ্ট হবেন।

তাই আমরা স্বপ্রণোদিত হয়ে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এই সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করেছি। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জলবায়ু বিষয়ে বাংলাদেশের জনগণের বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির বিষয়গুলো উত্থাপন করব এবং আশা করব, তিনি আসন্ন সম্মেলনে বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সামনে তুলে ধরবেন।

১. গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে ধনী দেশগুলোকে ঐতিহাসিক দায় স্বীকারের পাশাপাশি তা হ্রাসের বাস্তব প্রতিশ্রুতি দিতে হবে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি অবশ্যই অবগত আছেন, ঐতিহাসিকভাবে ধনী দেশগুলোর ক্রমাগত গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরনই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারন। এটা শতভাগ সত্য। ধনী দেশগুলো বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশগুলো (উপনিবেশ) থেকে বিবেচনাহীন ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করেছে এবং সে সম্পদ ব্যবহার করে নিজেদের দেশে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়েছে। ব্যাপক শিল্পায়নের মাধ্যমে তারা গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরন করে আসছে, যার কারনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে। অথচ আমরা দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশ কার্বন নিঃসরনের কোনও প্রকার দায় না থাকা সত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি এবং ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হবার হুমকি জারি আছে। এই ক্ষতি মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোর কোনও প্রকার আর্থিক ও কাঠামোগত সক্ষমতা নাই বলে আমরা মনে করি। সূতরাং, এ অবস্থার প্রেক্ষিতে এটাই আমাদের কাছে ন্যায্য যে, ধনী দেশগুলোকে এই ঐতিহাসিক দায় স্বীকার করে নিতে হবে এবং গ্যাস নিঃসরন কমানোর কার্যকর প্রতিশ্রুতি তাদেরকেই দিতে হবে।

২. গ্রিনহাউস গ্যাস হ্রাস করার ক্ষেত্রে ধনী দেশগুলোকে আইনী বাধ্যবাধকতার কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)'র সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে যে হারে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হচ্ছে তার কারণে অদূর ভবিষ্যতে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২° সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাবে। ধনী দেশগুলো যদি এই মুহূর্তে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরন হ্রাসের কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন না করে তাহলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে এমন এক ক্ষতিকর অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে যেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব হবে না। দরিদ্র দেশগুলোর জনগনের জন্য তা হবে এক জীবন-মরণ সমস্যা। কারণ, ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আরও ক্ষতিকর অবস্থা মোকাবেলা করা হয়ত তাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না। অথচ বৈশ্বিক তাপমত্রা বৃদ্ধি ২°সে. এর নীচে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরন হ্রাসের ব্যাপারে বেশিরভাগ ধনী দেশ এখনও কোনও কার্যকর ও দৃশ্যমান ব্যবস্থা গ্রহন করেনি। উল্লেখ্য, গ্রিনহাউস গ্যাস হ্রাসের জন্য ধনী দেশগুলো ২০০৫ সালে কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষর করেছিল এবং এই চুক্তির মেয়াদ ২০১২ সালে শেষ হলেও কেউই তা অনুসরন করেনি। বরং এ ব্যাপারে নতুন আইনী কাঠামো প্রণয়নে তারা বিগত জলবায়ু সম্মেলনগুলোতে বিভিন্ন অজুহাত এবং বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করেছে। তাদের নেতিবাচক ভূমিকার কারণেই এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে। ফলে, দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো আরও বিপদাপন্ন হচ্ছে। এ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরন হ্রাস করা এবং ধনী দেশগুলোকেই তা করতে হবে। এবং এটা কার্যকর করতে হলে গ্রিনহাউস গ্যাস হ্রাসের বাধ্যবাধকতামূলক আইনী কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে এবং ২০১৫ সালের প্যারিস সম্মেলনেই তা হতে হবে বলে আমরা মনে করি।

কপ-১৫ সম্মেলনে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫°সে. এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য বিশ্বের কার্বন উদগীরনকারী দেশগুলোর কাছে দাবি জানিয়েছিলেন। আমরা এই সম্মেলনেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তার এই দাবিতে অনড় থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। তাহলে ধনী দেশগুলোকে ব্যাপক মাত্রায় গ্রিনহাউস গ্যাস হ্রাসে বাধ্য করার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি হবে।

৩. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ও স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীকে আন্তর্জাতিক প্রোটোকলের আওতায় আনতে হবে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি অবশ্যই অবগত আছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সর্বাধিক ঝুঁকির

সম্মুখীন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ক্যারোলিন সুলিভান, যুক্তরাজ্যের ম্যাপলক্রফট এবং জার্মানওয়াচ-এর জলবায়ু ঝুঁকি সূচকে বাংলাদেশকে বর্তমান ও আগামী ৩০ বছরের জন্য সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিশেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতিসঙ্ঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মকাঠামো সনদ (UNFCCC) অনুসারেও বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশের ঝুঁকিগুলোর মধ্যে রয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্র উপকূল তলিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি নদী ও উপকূলীয় ভাঙন, ক্রমবর্ধমান ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, দীর্ঘমেয়াদি বন্যা, অতিরিক্ত লবণাক্ততা, খরা ও জলাবদ্ধতা। এসব কারণে সারাদেশে প্রতিবছর লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুতিতে বাধ্য হয়। এর বাইরেও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ভবিষ্যতে দেশের উপকূলের প্রায় ১৭ শতাংশ এলাকা নিমজ্জিত হয়ে তিন থেকে চার কোটি মানুষ স্থানান্তরে বাধ্য হতে পারে। IPCC'র সর্বশেষ প্রতিবেদনেও এ আশংকা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমাবদ্ধতার কারণে এ বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে ভবিষ্যতে দেশের অন্য কোথাও পুনর্বাসন করা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি না। যে কারনে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাস্তুচ্যুতির শিকার জনগোষ্ঠীর বিশ্বব্যাপী মুক্ত স্থানান্তরের অধিকারের প্রশ্নটি সামনে চলে এসেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের সর্বজনীন প্রাকৃতিক ব্যক্তি (Universal Natural Person) হিশেবে স্বীকৃতি দিয়ে জাতিসংঘের অধীনে একটি নতুন সনদ বা প্রোটোকল গ্রহণের বিকল্প নেই। তবে এজন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের জোরাল ও সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।

জলবায়ু উদ্বাস্তুদের বিষয়টি বৈশ্বিকভাবে স্বীকার করা হলেও আমরা জানতে পেরেছি, এ বিষয়ে কোন প্রকার আলোচ্যসূচি আসন্ন জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে রাখা হয়নি। আমাদের আশঙ্কা, বিষয়টি ভবিষ্যতেও এড়িয়ে যাওয়া হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত গণমানুষের পক্ষে কথা বলার আবারও একটি সুযোগ এসেছে আপনার সামনে। অতীতে আপনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনে বিশ্ব সম্প্রদায়কে জলবায়ু তাড়িত উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা আশা করি, এবারও আপনি সে দাবি উত্থাপন করবেন।

৪. সবুজ জলবায়ু তহবিলের ৫০% অভিযোজন কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ এবং তাতে স্বল্পোন্নত দেশের সহজ প্রবশাধিকার চাই

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ২০১০ সালে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বৈশ্বিক সম্মেলনে (কপ-১৬) সকল দেশের অংশগ্রহন ও সম্মতিতে সবুজ জলবায়ু তহবিল (GCF- Green Climate Fund) নামে একটি আন্তর্জাতিক তহবিল গঠন করা হয়। ধনী দেশগুলোর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তারা এই তহবিলে অর্থ প্রদান করবে এবং জাতিসংঘের ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো অভিযোজন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য এখান থেকে আর্থিক সহযোগিতা পাবে।

কিন্তু আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি, ধনী দেশগুলো স্বল্পোন্নত দরিদ্র দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতার কথা স্বীকার করলেও অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচন্ড উদাসীনতা দেখাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মসূচিতে দ্রুত অর্থায়নের জন্য ধনী দেশগুলো ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ৩০ বিলিয়ন ডলার এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন হিসাবে ২০১২ সালের পর প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার করে ২০২০ সাল পর্যন্ত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ২০১২ সাল পার হয়ে গেলেও GCF-এ এখন পর্যন্ত কোন অর্থ তারা প্রদান করেনি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সবুজ জলবায়ু তহবিল গঠন করার মূল দাবি ছিল স্বল্পোন্নত ও জলবায়ু-তাড়িত দেশগুলোর পক্ষ থেকে। কারণ বাণিজ্যিক স্বার্থ নিয়ে গঠিত বিশ্বব্যাংকের "জলবায়ু বিনিয়োগ তহবিল" (Climate Investment Fund-CIF) থেকে জলবায়ু-তাড়িত দেশগুলো অভিযোজন কর্মসূচির জন্য তেমন কোন অর্থ পাবে না এমন আশংকা থেকেই GCF এর গঠন করা হয়েছে। অথচ আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি GCF থেকে অভিযোজন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ১০-১৫% তহবিল ব্যবহারের নীতি গ্রহন করা হয়েছে। আমরা মনে করি, এটা করা হয়েছে GCF এর বর্তমান ট্রাস্টি বিশ্বব্যাংকের বণিকসূলভ মনোভাবের কারণে, যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থকে খর্ব করতে পারে।

সূতরাং আমরা আশা করব, যে উদ্দেশ্য নিয়ে GCF গঠন করা হয়েছে তার প্রতি সম্মান জানানো ধনী দেশগুলোর প্রধান এবং নৈতিক দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব হিসেবে জলবায়ু-তাড়িত দেশগুলোর চাহিদা ও তাদের যুক্তিসঙ্গত দাবির কথা মাথায় রেখে কমপক্ষে ৫০% অর্থ বরাদ্দ এবং একই সাথে সকল স্বল্পোন্নত দেশকে GCF-এ সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার দাবি আসন্ন সম্মেলনে উত্থাপন করার জন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি।

৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি পূরনের জন্য অভিযোজন কর্মসুচির বাইরেও অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হবে

মাননীয় পধানমন্ত্রী, এটা সত্য যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা, তীব্রতা এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৭ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডরের কারণে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার। পরবর্তীতে ২০০৯ সালেও ঘূর্ণিঝড় আইলা ও তার সঙ্গে আসা জলোচ্ছ্বাসের কারণে আমাদের উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যা আজও সরকারের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয়নি। তাই আমাদের দাবি হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ইতিমধ্যেই সংঘটিত দুর্যোগের কারণে যে সকল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবার সম্ভাবনা রয়েছে তা মোকাবেলার জন্য সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশকে ক্ষয়ক্ষতি (Loss & Damage) নীতিমালার আওতায় অভিযোজন কর্মসূচির বাইরেও অতিরিক্ত অর্থ ও কারিগরী সহযোগিতা দিতে হবে। এক্ষেত্রে বীমা কর্মসূচির নামে জলবায়ু আক্রান্ত দেশগুলো থেকে কোন সম্পদ বা অর্থ স্থানান্তর করা যাবে না।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ, বাংলাদেশের পক্ষে উপরোক্ত বিষয়গুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ জনদাবি বলে আমরা মনে করি এবং যেহেতু আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই সম্মেলনে অংশগ্রহন করছেন, তাই আসন্ন জলবায়ু সম্মেলনে এ সকল দাবি আপনাদের গণমাধ্যমে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ ও জলবায়ু বিপদাপন্ন জনগণের কণ্ঠকে আরও শক্তিশালী করার ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কামনা করছি।

যোগাযোগঃ
রেজাউল করিম চৌধুরী, মোবাইল: ০১৭১১৫২৯৭৯২
আমিনুল হক, মোবাইল: ০১৭১৩৩২৮৮১৫
মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১